দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 26 ০৩ 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্ভাবনা

ভূমি অপ্রতুল থাকায় গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত

■ **হুমায়ূন রশিদ চৌধুরী, সিলেট অফিস**

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্ভাবনার নাম। সিলেটের মাটির গুণগত মান দেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ভিন্ন। সিলেটে রয়েছে হাজার হাজার একর অনাবাদি উঁচু-নিচু পাহাড়ি অসমতল ভূমি। আছে হাওর নামে বিস্তীর্ণ জলাশয়। অপার সম্ভাবনাময় এসব প্রাকৃতিক ভূমি ও জলাশয় গবেষণার মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টির ৬টি অনুষদ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। ৬টি অনুষদের ৪৭টি বিভাগে দুই হাজারের অধিক দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম বলেন, সেশনজট মুক্ত এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতমান দিন দিন আর্কষণ করছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের।

প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক ও গবেষকগণ শীতকালের ফসল গ্রীষ্মকালে চাষ এবং মাছ, কবুতর একসাথে পালন ও সবজি চাষের একোয়াফোনিক্স পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। যা ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূলতা মোকাবেলা সম্ভব হবে উপকূলীয় অঞ্চলের চাষিদের। উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম সারা বছর চাষযোগ্য সিকৃবি সিম-১ ও সিম-২ নামে দুটি সিমের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

এছাড়া ক্যাপসিকাম ও ব্রোকল্লি লাগসই চাষ প্রযুক্তিসহ টমেটোর উচ্চতাপ সহিষ্ণু দুটি জাত উদ্ভাবন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ। প্রাণিসম্পদ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার কর্তৃক গোল্ড মেডেল পুরস্কার পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম। প্রফেসর ড. মোঃ মাছুদুর রহমান যক্ষ্ম রোগের মলিকুলার ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি আবিষ্কার করায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সেরা গবেষক হিসেবে পুরস্কার লাভসহ ভারতের ভেনাস ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক আউটস্ট্যান্ডিং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। নবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানী বিষয়ে গবেষণার জন্য ড. রাশেদ আল-মামুন সেরা গবেষক হিসেবে ওআইসি দেশসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক কিংডম অব সৌদি এরাবিয়া পুরস্কার লাভ করেছেন।

গবেষণার জন্য ভূমি অপ্রতুল: বিশ্ববিদ্যালয়টি ছোট-বড় টিলা বেষ্টিত ৫০ একরের ওপর অবস্থিত। যা একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য খুবই অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিভিন্ন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার ফলে শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক ও গবেষকগণ দেশে ও বিদেশে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত করতে পারছেন। নবীনতম এ বিশ্ববিদ্যালয়টি দেশের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জমি স্বল্পতায় খামার ব্যবস্থাপনা অপ্রতুল হওয়ায় গবেষণা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রায়োগিক শিক্ষার যথাযথ ব্যবহার করতে পারছেন না। ভিসি প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম বলেন, শিক্ষার্থীদের গবেষণাগার, শ্রেণিকক্ষ ও আবাসিক ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তিনটি একাডেমিক ভবন, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের আবাসিক সুবিধা প্রদানের জন্য বিভিন্ন স্থাপনা, আইসিটিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।